সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩০০
WEEKLY BOOKLET: 300

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব "নেকীর দাওয়াত" এর একটি পর্ব পরিমার্জন ও সংযোজন সহকারে

লওহে মাহফুযের

ব্যাপারে আকর্ষণীয় তথ্যাবলী

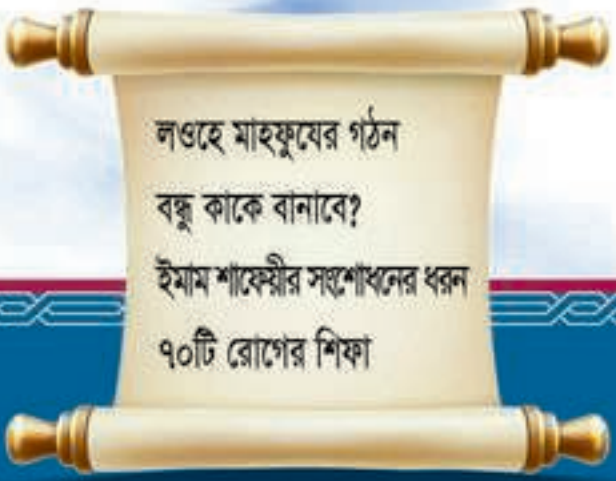

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু **"নেকীর দাওয়াত"** এর ৩০৬ থেকে ৩২৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

লওহে মাহফুযের ব্যাপারে আকর্ষণীয় তথ্যাবলী

আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"লওহে মাহফুযের ব্যাপারে আকর্ষণীয় তথ্যাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ইলম ও আমলের দৌলত দ্বারা ধন্য করো এবং তাকে পিতামাতা ও পরিবারসহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেন:** যে কোন বিপদের সম্মুখীন হলো, তার আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ, কেননা আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা বিপদাপদ ও মুসিবতকে দূরকারী। **(আল কওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা, বুস্তানুল ওয়ায়েজিন লিল জাওযী, ৪৭২ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধি হওয়ার পর প্রায় প্রতিটি মুসলমান **লওহে মাহফুযের** নাম শুনে থাকে কিন্তু সবাই যে লওহে মাহফুয সম্পর্কে জানে এমনটি আবশ্যক নয়। আসুন! জেনে নিই যে, লওহে মাহফুয কি?

www.dawateislami.net

লওহে মাহফুযের আলোচনা করতে গিয়ে **আল্লাহ পাক** ৩০তম পারা সূরা বুরূজ এর ২১ ও ২২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِیْدٌۙ(۲۱) فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ(۲۲)

(পারা ৩০, সূরা বুরূজ, আয়াত ২১-২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বরং তা পূর্ণাঙ্গ মর্যাদাশালী কুরআনই, লওহে মাহফুযে।

হযরত আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ আনছারী কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **তাফসীরে কুরতুবী** ১০ম খন্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের আলোকে লিখেন: অর্থাৎ কুরআনে করীম এক লওহে লেখা হয়েছে, যেখানে শয়তান পৌঁছাতে পারে না, যা **আল্লাহ পাকের** নিকট সংরক্ষিত। ওলামায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ লিখেন: **লওহে মাহফুযে** সৃষ্টির সমস্ত প্রকার এবং তাদের সম্পর্কে সমস্ত বিষয়াদি যেমন; মৃত্যু, রিযিক, আমল এবং তাদের পরিণতিসহ তাদের উপর প্রয়োগ হওয়া সকল সিদ্ধান্তের বর্ণনা রয়েছে।

(তাফসীরে কুরতুবী, ১০/২১০)

লওহে মাহফুয কোথায়?

হযরত মুকাতিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: লওহে মাহফুয আরশের ডান পাশে রয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী, ১০/২১০)

লওহে মাহফুয শ্বেত মুক্তা দিয়ে তৈরি

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: লওহে মাহফুয শ্বেত মুক্তা দিয়ে তৈরি, এর কলম নূর আর লেখাও নূরের। (হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৩৮, নম্বর ৫৭৬৭)

www.dawateislami.net

সর্বপ্রথম লওহে মাহফুযে কি লেখা হয়েছে?

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **আল্লাহ পাক** সর্বপ্রথম এই বিষয়টি **লওহে মাহফুযে** লিখেছেন যে, আমি হলাম **আল্লাহ**, আমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই! **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) আমার রাসূল। যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তকে মেনে নিলো এবং আমার অবতীর্ণ করা বিপদে ধৈর্যধারণ করলো আর আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো, তবে আমি তাকে **সিদ্দীক** লিপিবদ্ধ করলাম আর তাকে সিদ্দীকদের সাথে উঠাবো এবং যে ব্যক্তি আমার সিদ্ধান্তকে মেনে নিলো না আর আমার অবতীর্ণ করা বিপদে ধৈর্যধারণ করলো না এবং আমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না, সে আমাকে ছাড়া যাকে ইচ্ছা উপাস্য বানিয়ে নেয়। **(তাফসীরে কুরতুবী, ১০/২১০)**

তোমরা নফসের পেছনে লেগে আছো

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হযরত মুহাম্মদ বিন হানাফিয়া رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর নিকট হুমকিমূলক পত্র প্রেরণ করলো তখন তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উত্তরে লিখলেন: আমার নিকট এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, **আল্লাহ পাক** প্রতিদিন **লওহে মাহফুযে** তিনশত ষাটবার দৃষ্টি প্রদান করেন, **তিনিই** সম্মান ও লাঞ্ছনা প্রদান করেন, অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য (অর্থাৎ সমৃদ্ধি) দান করেন এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন, হয়তো সেসব দৃষ্টিসমূহ থেকে একটি দৃষ্টি তোমাকে তোমার নফসের সাথে এমনভাবে লিপ্ত করে দিয়েছে যে, তুমি তা থেকে বিরতই হতে পারছো না। **(তাফসীরে কুরতুবী, ১০/২১০)**

www.dawateislami.net

কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিত হওয়া সবকিছুই লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: **আল্লাহ পাক** লওহে মাহফুয সৃষ্টি করেন, এর দৈর্ঘ্য একশত বৎসরের দূরত্ব ছিলো, অতঃপর **তিনি** সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করার পূর্বে কলমকে ইরশাদ করেন: তুমি আমার সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে আমার জ্ঞান লিপিবদ্ধ করো, ব্যস কলম কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিত হওয়া সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে দিলো।

(আল আযমতু লিআবিশ শায়খ, ৮৬ পৃষ্ঠা, নম্বর ২২৩)

"لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" সাক্ষ্য প্রদানকারীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক লওহে মাহফুযে** লিখেছেন: "اِنِّیۡ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا" নিঃসন্দেহে আমিই **আল্লাহ** আর আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আমি তিনশত দশ প্রকারেরও কিছু বেশী মাখলুক সৃষ্টি করেছি, তন্মধ্যে যেই মাখলুকই এই সাক্ষ্য দিবে "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" **(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৮/৪৭২)**

জান্নাতের হকদার কে?

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ রয়েছে, **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, **তাঁর** দ্বীন হলো ইসলাম আর **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) **তাঁর** বিশেষ বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি **তাঁর** উপর ঈমান আনলো, **তাঁর** সাথে করা ওয়াদা সত্যে পরিণত করলো এবং

www.dawateislami.net

তাঁর রাসূলদের অনুসরণ করলো, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (তাফসীরে বাগভী, ৪/৪৪১)

আজব নেহী কেহ লেখা লওহ কা নযর আয়ে
জো নকশে পা কা লাগাঁও গুবার আঁখো মে (সামানে বখশীশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত শাহ আব্দুর রহীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার হযরত খাজা **কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযার যিয়ারতের জন্য গেলাম। তাঁর রূহ মুবারক প্রকাশ হলো আর বললেন: **"তোমার একটি পুত্র সন্তান জন্মাবে, তার নাম কুতুবুদ্দীন আহমদ রেখো।"** যেহেতু স্ত্রী বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলো, তাই আমি মনে করলাম, হয়তো এই বাণী দ্বারা আমার ছেলের ছেলে সন্তান অর্থাৎ আমার নাতি হবে। হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার এই **মনের কথা** তৎক্ষণাৎ অবহিত হয়ে গেলেন এবং বললেন: "আমার এটা উদ্দেশ্য নয়; বরং সেই সন্তান তোমার ঔরসেই হবে।" শাহ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: শ্রদ্ধেয় আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেকদিন পর অন্য এক মহিলাকে বিয়ে করেন আর এই অধম লিখক ফকীর ওয়ালিউল্লাহর জন্ম হলো। প্রথমদিকে এই ঘটনা মনে ছিলো না, তাই ওয়ালিউল্লাহ' নাম রেখে দেন এবং কিছুদিন পর ঘটনার কথা স্মরণ হলে তখন দ্বিতীয় নামটি (হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নির্দেশ অনুযায়ী)

www.dawateislami.net

কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখা হয়। (আনফাসুল আরিফিন, ৭৯ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রথম ভাবনাতেই কেনো বের হলে না?

আল্লাহ পাকের দানক্রমে হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও মনের অবস্থার সম্পর্কে জেনে নিতেন, যেমনটি; হযরত খাইরুন নাসা'জ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আমার ঘরে ছিলাম, এমন সময় মনে খেয়াল হলো যে, হযরত শায়খ জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরজায় তাশরিফ এনেছেন, কিন্তু আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না, কিন্তু আবারো এবং তৃতীয়বারও একই খেয়াল এলো, বের হলে দেখি সত্যিই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরজায় ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **প্রথম খেয়ালেই কেনো বের হলে না!** (রিসালাতু কুশাইরিয়া, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ الله! শুনলেন তো আপনারা! হযরত শায়খ **জুনাইদ বাগদাদী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অদৃশ্যের সংবাদ দিলেন যে, "প্রথমবার খেয়াল আসতেই কেনো বের হলে না!" যখন আউলিয়াদের **ইলমে গাইবের** এই অবস্থা তবে **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **ইলমে গাইবের** মর্যাদা কেমন হবে! হযরত ইমাম বুসীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত "কসীদায়ে বুরদা শরীফে" আরয করছেন:

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَّتَهَا وَ مِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ

অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ!** দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই আপনারই দয়া ও অনুগ্রহের একটি অংশ মাত্র এবং লওহ ও কলমের জ্ঞান (যাতে সমস্ত

www.dawateislami.net

مَاكَانَ وَمَا يَكُوْن অর্থাৎ যা হয়েছে এবং হবে সবকিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে) আপনার জ্ঞানের একটি অংশই মাত্র। **আমার আক্বা আ'লা হযরত** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন:

খোদা নে কিয়া তুঝ কো আ'গা সব সে
দো আ'লম মে জো কুছ খফি ও জলি হে
করোঁ আ'রয কিয়া তুঝ সে এ্যয় আ'লিমুস সির
কেহ তুঝ পে মেরী হালতে দিল খুলি হে

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিটিতে বলেছেন: (১) **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! উভয় জগতে গোপন ও প্রকাশ্য যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** আপনাকে অবহিত করে দিয়েছেন। (২) **হে আলিমুস সির** (অর্থাৎ হে গোপন অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত!) আপনার নিকট কি আরয করবো, আপনার নিকট তো আমার মনের সকল অবস্থাই প্রকাশিত।[১]

গির দা'বে বিলা মে ফাঁসকে কোয়ী তায়্যবা কি তরফ জব তাকতা হে
সুলতানে মদীনা খোদ আ'কর বিগড়ি কো বানায়া করতে হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১... ইলমে গাইবের ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য পুস্তিকা **'খালিছুল ইতিকাদ'** (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৪১১-৪৮৩), **'আল কালিমাতুল উল্‌ইয়া'** (লিখক: সদরুল আফাযিল মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) এবং **'জা'আল হক'** (লিখক: মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) পাঠ করা খুবই উপকারী।

www.dawateislami.net

ওফাতের পরেও নেকীর দাওয়াত

সোলায়মান ওমরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত আবু জাফর ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ওফাতের পর স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছিলেন: আমার ভাইদেরকে আমার সালাম পৌঁছে দিও আর বলে দিও যে, আমার **প্রতিপালক** আমাকে শহীদের মর্যাদা দান করেছেন এবং **তাঁর** পক্ষ থেকে রিযিক দান করেছেন এবং আবু হাযেমকে আমার পক্ষ থেকে সালাম বলো আর তাকে বলবে যে, হুঁশে ফিরে এসো এবং বুঝে-শুনে কাজ করো, কেননা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর** ফিরিশতারা তোমার রাত্রিকালীন মজলিসগুলো দেখে থাকেন।

(কিতাবুল মানামাত মাআ মাওসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/১৫৩, নম্বর ৩২১)

এক হাজার রাকাত নামাযের চেয়ে উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানা গেলো যে, হযরত আবু জাফর ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ওফাতের পর "আবু হাযেম" এর সাহচর্য সম্পর্কে জানা ছিলো এবং মনে হচ্ছিলো যে, "আবু হাযেম" রাতে **খারাপ সাহচর্যে** বসতো, তাই সালাম ও বার্তা প্রদানের মাধ্যমে মন্দ বৈঠক সম্পর্কে সাবধান করতে গিয়ে তাকে "নেকীর দাওয়াত" প্রদান করলেন। খারাপ সাহচর্য থেকে আমাদের সকলেরই বিরত থাকা উচিত, কেননা এর দ্বারা অনেক নেককার মানুষও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সর্বদা নেককার বান্দাদের এবং **আশিকানে রাসূলের** সাহচর্যে থাকা উচিত। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **কীমিয়ায়ে সা'আদতে** বলেন: এমন মানুষ খুঁজুন, যার সাহচর্য ও কথাবার্তায় দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কম এবং আখিরাতের প্রতি ধাবিত হয়,

www.dawateislami.net

যেই ব্যক্তির কথায় এমন প্রভাব হবে না তার সাহচর্যকে "ইলমী মজলিশ" তথা জ্ঞানের বৈঠক বলা যাবে না। বর্ণিত আছে: ইলমী মজলিশে উপস্থিত হওয়া এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। (কীমিয়ায়ে সাআদত, ১৬১ পৃষ্ঠা) হযরত মাওলানা রূমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **মসনভী শরীফে** বলেন:

এক যামানা সোহবতে বা আউলিয়া
বেহতর আয ছদ সালা তা'আত বে রিয়া

(কিছুক্ষণের জন্য **আল্লাহ**র অলীর সাহচর্য শত বৎসরের রিয়াবিহীন অর্থাৎ একনিষ্ট ইবাদতের চেয়ে উত্তম)

ব্যাঙ ও ইঁদুরের বন্ধুত্ব

আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা রূমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অসৎ সাহচর্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বোঝাতে গিয়ে বলেন: হঠাৎ এক নদীর তীরে একটি ব্যাঙের সাথে একটি ইঁদুরের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো এবং উভয়ের মাঝে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো, ইঁদুরটি বললো: কখনো যদি সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা হয় আর তুমি পানির গভীরে থাকো যেখানে আওয়াজও পৌঁছাতে পারবো না তবে তোমাকে জানাবো কিভাবে? অবশেষে সিদ্ধান্তে হলো যে, একটি সুতার এক প্রান্ত ইঁদুরের পায়ে আর এর অপর প্রান্ত ব্যাঙের পায়ে বেঁধে দেয়া হবে। প্রয়োজনে অবহিত করণের ব্যবস্থা হয়ে যাবে, অতএব এমনই করা হলো। একদিন হঠাৎ একটি কাক ইঁদুরটিকে ছোঁ মারলো আর তাকে মুখে নিয়ে উড়াল দিলো আর ব্যাঙটিও সুতার সাথে বাঁধা থাকার কারণে বাতাসে উড়ে যাচ্ছিলো, ব্যাঙটি বললো যে, এটা ইঁদুরের মতো অপদার্থের

www.dawateislami.net

সাথে বন্ধুত্ব করার শাস্তি। জানা গেলো, অপদার্থ ও খারাপ লোকের সাহচর্যের কারণে অনেক বিপদ চলে আসে।

এ্যয় ফুগাঁ আয ইয়ারে না'জিনস এ্যয় ফুগাঁ
হাম নাশিনে নেক জু ইয়াদ এ্যয় মেহমাঁ

(আবেদন হলো! অপদার্থ বন্ধুর নিকট আবেদন হলো। হে বন্ধুরা! নেককার সাথী খুঁজে নাও) **(মসনভী, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২৬৬, ২৬৭ ও ২৮৫ পৃষ্ঠা)**

আশিকানে রাসূলের সাহচর্যে বসুন, কেননা তাদের ভালবাসা এবং সাহচর্যে **খোদাভীতি** এবং **ইশকে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অর্জিত হয়। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে: وَجَبَتْ مَحَبَّتِیْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِیَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِیَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِیَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِیَّ- অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: যে লোক আমার কারণে পরস্পর ভালোবাসা পোষণ করে এবং আমার কারণে একে অপরের পাশে বসে আর পরস্পর মেলামেশা করে এবং সম্পদ ব্যয় করে, তাদের প্রতি আমার ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে গেলো।

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪৩৯, হাদীস ১৮২৮)

হাদীসে পাক বর্ণনাকারী মুবাল্লিগের ঘটনা

হযরত আবদান বিন মুহাম্মদ মারওয়াযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হাফিয ইয়াকুব বিন সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিলেন আর ইরশাদ করেন যে, তুমি যেভাবে দুনিয়ায় হাদীস বয়ান করতে, আসমানেও বয়ান করো। অতএব আমি চতুর্থ আসমানে হাদীসে পাক বয়ান করলাম এবং

www.dawateislami.net

ফিরিশতারা সেই (হাদীস শরীফ) সোনার কলম দিয়ে লিখলো, হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ও লিখকদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (শরহুস সুদূর, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

মরহুম আব্বা সবুজ পোশাক পরিধান করে মুচকি হাসছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! ওলামায়ে দ্বীন ও হাদীস বর্ণনাকারী মুবাল্লিগদের কিরূপ মহান মর্যাদা! ইন্তিকালের পর ক্ষমার সুসংবাদও পেলো এবং চতুর্থ আসমানে ফিরিশতাদের মাঝে হাদীস শরীফ বয়ান করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো, আর ফিরিশতাদের সর্দার জিব্রাঈল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام সহ সকল ফিরিশতা সেই হাদীসে মুবারাকা সোনালী কলম দিয়ে লিপিবদ্ধ করলো। আখিরাতে জান্নাতের আশাবাদীরা! আপনারাও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের মাধ্যমে ইলমে দ্বীনের ভান্ডার জড়ো করুন এবং নেক আমলের উপর আমল, সুন্নাতে ভরা বয়ান ও প্রতিদিন **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে কমপক্ষে দু'টি দরস দিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস অর্জনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আপনাদের উৎসাহের লক্ষ্যে একটি **মাদানী বাহার** উপস্থাপন করছি। নিশতার বস্তীর (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাই যা বর্ণনা করেছিলো তা কিছুটা সাজিয়ে উপস্থাপন করছি: আমি আমার মরহুম বাবাকে স্বপ্নে খুবই দুর্বল অবস্থায়, উলঙ্গ কারো সাহায্যে হাঁটতে দেখলাম। আমার খুবই চিন্তা হলো। আমি **ইসালে সাওয়াবে**র নিয়্যতে প্রতি মাসে তিনদিনের **মাদানী কাফেলায়** সফর করার নিয়্যত করে নিলাম আর সফর শুরুও করে দিলাম। তৃতীয় মাসে মাদানী কাফেলা হতে

www.dawateislami.net

ফিরে আসার পর যখন ঘরে ঘুমালাম, তখন আমি স্বপ্নে এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখলাম যে, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান সবুজ পোশাকে সজ্জিত হয়ে কোথায়ও বসে মুচকি হাসছেন এবং তার উপর হালকা মৃদু বৃষ্টি কণা বর্ষণ হচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাদানী কাফেলায়** সফরের গুরুত্ব আমার নিকট উত্তমরূপে প্রকাশ হয়ে গেলো আর এখন আমি দৃঢ় নিয়্যত করছি যে, اِنْ شَآءَ الله **প্রতি মাসে তিন দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের** সাথে সফর অব্যাহত রাখবো।

মাঙ্গো আ' কর দোয়া, কাফেলে মে চলো
পাও গে মুদ্দাআ', কাফেলে মে চলো
খোব হোগা সাওয়াব আউর টালে গা আযাব
হো গা ফযলে খোদা, কাফেলে মে চলো
ফউতগি হো গেয়ি, গুম গেয়া হে কোয়ি
মাঙ্গনে কো দোয়া, কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

স্বপ্নের মাধ্যমে কি নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভালো স্বপ্ন নিঃসন্দেহে উত্তম। মনে রাখবেন! নবীদের স্বপ্ন অহী সম্বলিত হয়ে থাকে আর নবী নয় এমন কারো স্বপ্নের এই মর্যাদা নেই আর তার স্বপ্ন শরীয়তের দলিল হবে না। যেমন; আপনি স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে এই সুসংবাদ শুনলেন যে, "আপনি জান্নাতি।" এর দ্বারা অকাট্যভাবে জান্নাতী হওয়া বলা যাবে না, কেননা বিষয় হলো স্বপ্নের। নিঃসন্দেহে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে, সে সত্যই দেখেছে,

www.dawateislami.net

কেননা শয়তান **তাঁর** আকৃতি মুবারক ধারণ করতে পারে না। যে কথা ইরশাদ করেছেন তাও সত্য সত্য এবং সত্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। তবুও স্বপ্নে যেহেতু ইন্দ্রিয় দূর্বল থাকে, তাই নিশ্চিত ভাবে এটা বলা যাবে না যে, যা কিছু বলা হয়েছে, তা স্বপ্নদ্রষ্টা হুবহু শুনেছে, শোনা ও বুঝার ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার অনেক সম্ভাবনা রয়ে যায়, সুতরাং স্বপ্নে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী আমল করার পূর্বে শরীয়তের হুকুম কী তা দেখতে হবে। যদি স্বপ্নের বিষয় শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তবে নিঃসন্দেহে তার উপর আমল করা যাবে, তবে স্বপ্নে প্রাপ্ত আদেশের উপর আমল করা শরয়ী ওয়াজিব নয় আর যদি সে বিষয়টি শরীয়ত বিরোধী হয় তবে আমল করা যাবে না। বিষয়টিকে এই উদাহরণ দ্বারা বুঝার চেষ্টা করুন।

স্বপ্নে মদ পানের আদেশ দিলো নাকি নিষেধ করলো

আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, অলীয়ে নেয়'মত, আযিমুল বারাকাত, আযিমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরীকত, বাইসে খাইর ও বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফেয আল ক্বারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (مَعَاذَ الله) তাকে মদ পান করার আদেশ দিচ্ছেন। হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে ব্যাপারটি উপস্থাপন করা হলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "**রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাকে মদ পান করতে বারণ করেছেন, তুমি উল্টো শুনেছো।" আর এও মনে রাখতে

www.dawateislami.net

হবে যে, এ ব্যাপারে ফাসিক ও মুত্তাকী সমান। অতএব না তো মুত্তাকীর স্বপ্নে কোন আদেশ প্রাপ্ত হওয়া, সেই আদেশ বিশুদ্ধ হওয়ার প্রমাণ বহণ করে আর না ফাসিকের বর্ণনা নিশ্চিতভাবে মিথ্যাই হবে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/১০০)

মেরে তুম খোয়াব মে আ'ও মেরে ঘর রৌশনি হোগি
মেরি কিসমত জাগা জাও এনায়াত ইয়ে বড়ি হোগি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যখন এক যুবককে ভুল অযু করতে দেখলো

এক বুযুর্গ বাগদাদ শরীফের কোন এক এলাকা দিয়ে গমন করছিলেন, তিনি এক যুবককে দেখলেন, যে সঠিকভাবে অযু করছিলো না, তখন তিনি খুবই ভালোবাসাপূর্ণ আচরণে তাকে বললেন: "হে যুবক! অযু সঠিকভাবে করুন, **আল্লাহ পাক** দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার মঙ্গল করুন।" এ কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। সেই যুবক ঐ বুযুর্গের **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার সুন্দর ধরন দেখে খুবই মুগ্ধ হলো এবং অযু করার পর সেই বুযুর্গে খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু উপদেশ দেয়ার আবেদন করলো, তিনি (নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে) **তিনটি মাদানী ফুল** প্রদান করলেন: (১) মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** মারিফাত পেয়েছে (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** পরিচিতি লাভ করেছে) সে মুক্তি পেয়ে গেলো (২) যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে ভয় করলো (অর্থাৎ **আল্লাহ পাককে** ভয় করলো) সে ধ্বংস হওয়া থেকে বেঁচে গেলো (৩) যে ব্যক্তি দুনিয়ায় যুহুদ (অর্থাৎ অনাসক্তিকে) অবলম্বন করলো, সে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে যখন

www.dawateislami.net

কাল অর্থাৎ হাশরের দিন তার **সাওয়াব** দেখবে, তখন তার চক্ষু শীতল হবে। (অতঃপর বললেন) আরো কিছু বলবো কি? আরয করলো: অবশ্যই বলুন। বললেন: যার মাঝে তিনটি গুণাবলীর সমন্বয় ঘটলো, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। ﴾১﴿ যে **নেকীর আদেশ দেয়** এবং নিজেও এর উপর আমল করে ﴾২﴿ যে **খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে** এবং নিজেও তা থেকে বিরত থাকে এবং ﴾৩﴿ যে **আল্লাহ পাকের** সীমাকে সংরক্ষণ করে। (অর্থাৎ শরীয়তের বিধানাবলী পালন করে আর শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেকে বিরত রাখে) অতঃপর বললেন: আরো কিছু কি বলবো? আরয করলো: কেনো নয়, অবশ্যই বলুন। বললেন: দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখিরাতের প্রতি আসক্ত হয়ে যাও এবং নিজের সকল কর্মকান্ডে **আল্লাহ পাকের** প্রতি সত্যবাদী হয়ে যাও, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের সাথে মুক্তি পেয়ে যাবে। এ কথাগুলো বলে তিনি চলে গেলেন। সেই যুবক ঐ বুযুর্গের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিলে তাকে জানানো হলো: তিনি হলেন হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৪৫) **আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অযথা আপত্তি করার পরিবর্তে সংশোধনকারী হয়ে যান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! কোটি কোটি শাফেয়ীদের ইমাম হযরত মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস, প্রকাশ **"ইমাম শাফেয়ী"** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সহিত ইনফিরাদি কৌশিশ করলেন এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে অযু না করা যুবকের অযুর সংশোধনও করে

www.dawateislami.net

দিলেন আর তাকে **নেকীর দাওয়াত**ও দিলেন। হায়! আমরাও যেনো অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে সফল হয়ে যাই, আমাদেরও যেনো এই তৌফিক নসীব হয়ে যায় যে, যখন কারো অযুতে ভুল কিংবা নামাযে অলসতা দেখি, মিথ্যা, গীবত ও চুগলখোরীর গুনাহে কাউকে লিপ্ত পাই, তবে তার অবর্তমানে অযথা আপত্তি ও তার দোষ বর্ণনা করে নিজেকে গীবতের গভীর খাদে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে তাকে গুনাহের চোরাবালি থেকে বের করার চেষ্টা করি, নম্রতা ও ভালোবাসা সহকারে তাকে বুঝানো এবং আখিরাতের সাওয়াবের ভান্ডার অর্জনকারী হয়ে যাই। আমরা যদি একনিষ্ঠ নিয়্যতে কাউকে বুঝাই তবে اِنْ شَآءَ الله এর অবশ্যই উপকার সাধিত হবে আর উপকার হবেই না কেনো, বুঝানোর উপকারীতার ব্যাপারে স্বয়ং **আল্লাহ পাক তাঁর** সত্য বাণীতে ইরশাদ করেছেন। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের অনুদিত গ্রন্থ **"খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান"** এর ৯৬৪ পৃষ্ঠায় ২৭তম পারা সূরা যারিয়াত এর ৫৫ নম্বর আয়াতে রয়েছে:

وَّ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর বুঝান, যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

জিসে নেকী কি দা'ওয়াত দোঁ, সুনে দিল সে করম ইয়া রব!
যবাঁ মে দে আচর কর দেয়, আতা যোরে কালাম ইয়া রব

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অযুর পদ্ধতি (হানাফী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত ঘটনায় হযরত **ইমাম শাফেয়ী** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর যুবকের অযু সংশোধনের আলোচনা ছিলো, যখন সেই যুগেও মানুষ অযুতে ভুল করতো, তবে বর্তমান যুগের পরিস্থিতি তো আরো স্পর্শকাতর বরং এই বিষয়টি দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মুসলমানই সঠিক পদ্ধতিতে অযু করতে জানে না, অতএব আসুন! আমরাও **অযুর পদ্ধতি** শিখে নিই। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"নামাযের আহকাম"** এর ৬ থেকে ১২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: কা'বাতুল্লাহ শরীফের দিকে মুখ করে উঁচু জায়গায় বসা মুস্তাহাব। অযুর জন্য **নিয়্যত** করা সুন্নাত, নিয়্যত না করলেও অযু হয়ে যাবে, কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না। অন্তরের ইচ্ছাকে "নিয়্যত" বলে, অন্তরের নিয়্যতের পাশাপাশি মুখে উচ্চারণ করাও উত্তম, অতএব মুখে এভাবে নিয়্যত করে নিন যে, আমি **আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালনার্থে এবং পবিত্রতা অর্জন করার জন্য অযু করছি।** بِسْمِ الله পড়ে নিন, কেননা এটাও সুন্নাত, বরং بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰه বলে নিন, কেননা যতক্ষণ অযু অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ ফিরিশতারা নেকী লিখতে থাকবে। (আল মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, ১/৫১৩, হাদীস ১১১২) এবার **উভয় হাত** কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করুন, (পানির নল বন্ধ করে) উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোও খিলাল করে নিন। কমপক্ষে তিনবার করে ডানে বামে, উপরে নিচের দাঁতে **মিসওয়াক** করুন এবং প্রতিবার মিসওয়াক ধুয়ে নিন। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "মিসওয়াক করার সময়

www.dawateislami.net

নামাযে কুরআনে মজীদের ক্বিরাত পাঠ এবং **আল্লাহর যিকিরের** জন্য মুখ পবিত্র করার নিয়্যত করা উচিত।" (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১/১৮২) এবার ডান হাতের তিন অঞ্জলী পানি দ্বারা (প্রতিবার পানির নল বন্ধ করে) এমনভাবে **তিনবার কুলি** করুন যেনো প্রতিবার মুখের ভেতরের সম্পূর্ণ অংশে (কণ্ঠনালীর গোড়া পর্যন্ত) পানি প্রবাহিত হয়ে যায়, যদি রোযাদার না হয় তবে **গড়গড়াও** করে নিন। অতঃপর ডান হাতের তিন অঞ্জলী পানি (প্রতিবার আধা অঞ্জলী পানি যথেষ্ট) দ্বারা (প্রতিবার পানির নল বন্ধ করে) **তিনবার নাকে** নরম মাংস পর্যন্ত পানি পৌঁছান আর রোযাদার না হলে তবে নাকের মূল (গোড়া) পর্যন্ত পানি পৌঁছিয়ে দিন, এবার (পানির নল বন্ধ করে) বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করে নিন এবং কনিষ্ঠা আঙ্গুল নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করান। **তিনবার পুরো মুখ মন্ডল** এমনভাবে ধৌত করুন যে, যেখান থেকে স্বাভাবিকভাবে মাথার চুল গজানো শুরু হয়, সেখান থেকে চিবুকের নিচে পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশে পানি প্রবাহিত হয়। যদি **দাঁড়ি** থাকে এবং ইহরাম পরিধানকারী না হন, তবে (পানির নল বন্ধ করে) এমনভাবে দাঁড়ি **খিলাল** করুন যে, আঙ্গুলকে গলার দিক থেকে প্রবেশ করিয়ে সামনের দিকে বের করে নিন। অতঃপর প্রথমে **ডান হাত** আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধোয়া শুরু করে কনুইসহ তিনবার ধৌত করুন। অনুরূপভাবে **বাম হাত** ধৌত করে নিন। উভয়হাত অর্ধ বাহু পর্যন্ত ধোয়া মুস্তাহাব। অধিকাংশ লোক অঞ্জলিতে পানি নিয়ে হাতের কব্জি থেকে তিনবার ছেড়ে দেয় যে, কনুই পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলে যায়, এরূপ করাতে কনুই ও কব্জির চতুর্পার্শ্বে পানি না পৌঁছার আশঙ্কা থাকে, অতএব বর্ণিত পদ্ধতিতেই হাত ধৌত করুন। এখন অঞ্জলীপূর্ণ

www.dawateislami.net

পানি কনুই পর্যন্ত প্রবাহিত করার প্রয়োজন নেই বরং (শরয়ী অনুমতি ব্যতীত এরূপ করা) অপচয়। এবার (পানির নল বন্ধ করে) **মাথা মাসেহ** এভাবে করুন যে, বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত অঙ্গুলী বাদ দিয়ে উভয় হাতের তিন তিন আঙ্গুলের অগ্রভাগ পরস্পর মিলিয়ে নিন এবং কপালের চুল বা চামড়ার উপর রেখে, টেনে মাথার পেছনের অংশ পর্যন্ত এমনভাবে নিয়ে যান যেনো হাতের তালু মাথা থেকে পৃথক থাকে, অতঃপর মাথার পেছনের অংশ থেকে হাতের তালু টেনে কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসুন, বৃদ্ধাঙ্গুলী ও শাহাদাত অঙ্গুলী এই সময়ে যেনো মাথার সাথে একেবারেই স্পর্শ না হয়, অতঃপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতরের অংশ এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা কানের বাইরের অংশ মাসেহ করুন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করান এবং আঙ্গুলের পিঠ দিয়ে গর্দানের পেছনের অংশ মাসেহ করুন। অনেকে গলা এবং ধৌত করা হাতের কনুই ও কব্জিদ্বয় মাসেহ করে থাকে, এটা সুন্নাত নয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৪খন্ডের ৬২১ পৃষ্ঠায় মাসেহ করার একটি পদ্ধতি এটাও লিপিবদ্ধ রয়েছে: এতে বিশেষকরে ইসলামী বোনদের জন্য অধিক সুবিধাও রয়েছে, যেমনটি লেখা রয়েছে: "মাথা মাসেহ করাতে সুন্নাত আদায় এভাবেও যথেষ্ট যে, আঙ্গুলদ্বয় মাথার সামনের অংশে রাখুন এবং হাতের তালু মাথার পাশে আর হাত টেনে মাথার পেছনের অংশ পর্যন্ত নিয়ে যান।") মাথা মাসেহ করার পূর্বে পানির নল ভালভাবে বন্ধ করার অভ্যাস গড়ে নিন, অকারণে পানির নল খোলা রাখা কিংবা অর্ধেক বন্ধ করা যে, পানি ফোঁটা ফোঁটা নষ্ট হতে থাকে, এটা অপচয় ও গুনাহ। প্রথমে ডান পা অতঃপর বাম পা প্রতিবার আঙ্গুল থেকে শুরু করে গোড়ালির উপরিভাগ পর্যন্ত তবে মুস্তাহাব হলো অর্ধ গোছা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে নিন।

www.dawateislami.net

উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা সুন্নাত। (খিলালের সময় পানির নল বন্ধ রাখুন) এর মুস্তাহাব পদ্ধতি হলো; বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর খিলাল শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলীতে শেষ করুন এবং বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী থেকে শুরু করে কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে শেষ করে নিন। (সাধারণ কিতাব)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় যেনো এই আশা করা হয় যে, এই অঙ্গের গুনাহ বের হয়ে যাচ্ছে। (ইহ্ইয়াউল উলুম, ১/১৮৩)

অযুর অবশিষ্ট পানিতে ৭০টি রোগের আরোগ্য রয়েছে

বদনা ইত্যাদি দ্বারা অযু করার পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নাতও আর শিফাও, যেমনটি; আমার আক্বা **আ'লা হযরত**, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" ৪র্থ খন্ডের ৫৭৫ থেকে ৫৭৬ পৃষ্ঠায় বলেন: অযুর অবশিষ্ট পানির জন্য শরয়ী ভাবে মহত্ব ও মর্যাদা রয়েছে এবং **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে প্রমাণিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অযু করার পর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করে নেন এবং একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা পান করা ৭০টি রোগের জন্য শিফা স্বরূপ। (আল ফেরদাউস, ২/৩৬২, হাদীস ৩৬১৭) তবে তা এই কাজে যমযমের পানির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এরূপ (অর্থাৎ অযুর অবশিষ্ট) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা উচিত নয়। "তানবির" এর অযুর আদবের মধ্যে রয়েছে: "অযু করার পর অযুর অবশিষ্ট পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করে

www.dawateislami.net

নিন।” (তানবিরুল আবসার, ১/২৭৫) আল্লামা আব্দুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি পরীক্ষা করেছি যে, যখন আমি অসুস্থ হতাম, তখন অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা আরোগ্য লাভ করতাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বিশুদ্ধ নবুয়তি চিকিৎসায় পাওয়া মুবারক বাণীর উপর ভরসা করে আমি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। (রদ্দুল মুহতার, ১/২৭৭) وَاللهُ سُبْحٰنَهٗ اَعْلَمُ بِالصَّوَاب۔

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যায়

হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করলো অতঃপর আকাশের দিকে তাকালো এবং কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো, তার জন্য **জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়**, যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। (সুনানে দারমী, ১/১৯৬, হাদীস ৭১৬)

দৃষ্টিশক্তিও দূর্বল হবে না

যে ব্যক্তি অযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে সূরা কদর (اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ) পাঠ করবে, اِنْ شَآءَ الله তার দৃষ্টিশক্তি কখনো দূর্বল হবে না।

(মাসায়িলুল কোরআন, ২৯১ পৃষ্ঠা)

অযুর পর তিনবার সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত

হাদীসে মুবারাকায় রয়েছে: যে ব্যক্তি অযুর পর **একবার সূরা কদর** পাঠ করবে, তবে সে সিদ্দীকীনদের অন্তর্ভূক্ত এবং যে ব্যক্তি দু'বার পাঠ করবে তবে শহীদদের মধ্যে গণ্য করা হবে আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ

www.dawateislami.net

করবে, তবে **আল্লাহ পাক** হাশরের ময়দানে তাকে **তাঁর** নবীদের সাথে রাখবেন। (জমউল জাওয়ামেয়ে লিস সুয়ূতী, ৭/২৫১, হাদীস ২২৮১৭)

অযুর পর পাঠ করার দোয়া (পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ)

যে ব্যক্তি অযু করার পর এই দোয়া পাঠ করবে:

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অনুবাদঃ **হে আল্লাহ!** তুমি পবিত্র আর তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দরবারে তাওবা করছি।

তবে এর উপর মোহর লাগিয়ে আরশের নীচে রেখে দেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন ঐ পাঠকারীকে তা দিয়ে দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/২১, নম্বর ২৭৫৪)

অযুর পর এই দোয়াটিও পড়ে নিন (পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে অধিকহারে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করে দাও আর আমাকে পবিত্র থাকাদের দলভূক্ত করে দাও। (সুনানে তিরমিযী, ১/১২১, হাদীস ৫৫)

৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পসম্ভার

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অযুর ব্যাপারে প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন রঙ বেরঙের মনোরম ৪০টি মাদানী ফুলের রযবী পুষ্পস্তবকটি গ্রহণ করে নিন। আপনাদের জ্ঞানে اِنْ شَآءَ الله মদীনার **১২**টি

www.dawateislami.net

চন্দ্র উদিত হবে। এসব মাদানী ফুল ফতোওয়ায়ে রযবীয়া (৪র্থ খন্ড) শেষে প্রদত্ত "ফাওয়ায়িদে জলীলা" ৬১৩-৭৪৬ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

❁ অযু করার সময় চোখ জোরে বন্ধ করবে না, কিন্তু এতে অযু হয়ে যাবে। (ফাওয়ায়িদে জলীলা, ৬১৩ পৃষ্ঠা) ❁ **যদি** ঠোঁট জোরে চেপে বন্ধ করে অযু করা হয় আর কুলি না করে তবে অযু হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬১৪ পৃষ্ঠা) ❁ অযুর পানি কিয়ামতের দিন **নেকীর পাল্লায়** রাখা হবে। (প্রাগুক্ত) (কিন্তু মনে রাখবেন! প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা অপচয়) ❁ মিসওয়াক বিদ্যমান থাকলে তবে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজা **সুন্নাত** আদায় ও সাওয়াব অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়, তবে হ্যাঁ! মিসাওয়াক না থাকা অবস্থায় আঙ্গুল কিংবা খসখসে কাপড় দিয়ে দাত পরিষ্কার করলে **সুন্নাত** আদায় হয়ে যাবে আর মহিলাদের ক্ষেত্রে মিসাওয়াক বিদ্যমান থাকলেও দাঁতের মাজনই যথেষ্ট। (প্রাগুক্ত, ৪১৫ পৃষ্ঠা) ❁ আংটি ঢিলা হলে তবে **অযু** করার সময় তা নেড়েচেড়ে পানি প্রবাহিত করা **সুন্নাত** আর এমন টাইট যে, না নাড়লে পানিই প্রবেশ করবে না, তবে **ফরয**। একই হুকুম কানের দুল ইত্যাদির ব্যাপারেও। (প্রাগুক্ত, ৬১৬ পৃষ্ঠা) ❁ অঙ্গকে ঘষে ঘষে ধৌত করা **অযু** ও **গোসল** উভয়য়ে **সুন্নাত**। (প্রাগুক্ত) ❁ অযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করার ক্ষেত্রে শরীয়তের সীমা হতে সামান্য (অর্থাৎ প্রত্যেক দিকেই সামান্য পরিমাণ) বাড়ানো ওয়াজিব যাতে শরীয়তের সীমা পূর্ণ হওয়াতে সন্দেহ না থাকে। (প্রাগুক্ত) ❁ অযুতে কুলি কিংবা নাকে পানি দেয়া বর্জন করা মাকরূহ আর এতে অভ্যস্ত হলে তবে গুনাহগার হবে। মাসআলাটি ঐ সকল লোকেরা ভালোভাবে মনে রাখবেন, যারা এমনভাবে কুলি করে না যে, কণ্ঠনালী পর্যন্ত সবকিছু ধুয়ে যায় আর তারাও মনে রাখবেন, যারা নাকে

www.dawateislami.net

(শুধু) পানি ছোঁয়ায়, নাক লাগিয়ে উপরের দিকে পানি টেনে নেয় না, এরা সবাই গুনাহগার এবং গোসলে যদি এরূপ না করে, তবে না গোসল হবে আর না নামায হবে। (প্রাগুক্ত) ❁ অযুতে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, বাদ দেয়ার অভ্যস্ত হলে গুনাহগার হবে। (প্রাগুক্ত) ❁ **অযু**তে তাড়াহুড়ো করা অনুচিত বরং ধীরে ধীরে ও সাবধানতার সহিত করুন। সাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, "অযু যুবকদের ন্যায়, নামায বৃদ্ধদের ন্যায়" এ প্রবাদটি অযুর ক্ষেত্রে ভূল। (প্রাগুক্ত, ৬১৭ পৃষ্ঠা) ❁ মুখমন্ডল ধৌত করার সময় পানি না গালে ঢালবে, না নাকের উপর আর না জোরে কপালের উপর, এসব মুর্খদেরই কাজ বরং ধীরে ধীরে **কপালে**র উপর ঢালবে যেনো **থুথুনি**র নিচে পর্যন্ত গড়িয়ে আসে। (প্রাগুক্ত, ৬১৮ পৃষ্ঠা) ❁ অযুতে মুখমন্ডল থেকে ঝরে পড়া পানি উদাহরণ স্বরূপ হাতের তালুতে নিলো এবং (কনুইতে) প্রবাহিত করে দিলো (অর্থাৎ মুখমন্ডল ধৌত করার সময় মুখ হতে ঝরে পড়া পানি দ্বারা বাহু ইত্যাদি ধৌত করতে পারবে না, কেননা) এতে **অযু** হবে না আর **গোসলে** (ব্যাপারটি ভিন্ন) যেমন; মাথার পানি পা পর্যন্ত পড়িয়ে যেখানে যেখানে যাবে সেখানে পবিত্র করতে করতে যাবে, সেখানে নতুন করে পানি দেয়ার প্রয়োজন নেই। (প্রাগুক্ত) ❁ কোনো লোক অযু করতে বসলো, অতঃপর কোনো প্রতিবন্ধকতার কারণে অযু পূর্ণ করতে পারলো না তবে সে যতটুকু কার্য সম্পাদন করেছে তার সাওয়াব পাবে, যদিও পূর্ণাঙ্গ অযু হয়নি। (প্রাগুক্ত) ❁ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করলো যে, অর্ধেক অযু করবে, সে কাজের সাওয়াব পাবে না, অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অযু করতে বসলো এবং কোন অপারগতা ব্যতীত অপূর্ণ রেখেই উঠে গেলো, সেও যতটুকু কার্য সম্পাদন করেছে তাতে সাওয়াব তার না

www.dawateislami.net

পাওয়াই উচিত। (প্রাগুক্ত) ❁ যদি মাথায় বৃষ্টির পানি এতটকু পরিমাণ পরলো যে, মাথার এক চতুর্থাংশ ভিজে গেলো, তবে মাসেহ হয়ে গেলো, যদিও লোকটি হাত লাগালো না কিংবা নিয়্যতও করলো না। (প্রাগুক্ত, ৬১৯ পৃষ্ঠা) ❁ শিশিরে খোলা মাথায় বসলো এবং তাতে মাথার এক চতুর্থাংশ ভিজে গেলো, তবে মাসেহ হয়ে গেলো। (প্রাগুক্ত) ❁ এমন গরম কিংবা এমন ঠান্ডা পানি দিয়ে অযু করা মাকরূহ, যা শরীরে সাধারণত ভালোভাবে লাগানো যায় না এবং পূর্ণাঙ্গ সুন্নাত আদায় করতে দেয় না, আর যদি কোন **ফরয** পূর্ণ করতে বাধা হয় তবে অযুই হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬২০ পৃষ্ঠা) ❁ পানি অযথা খরচ করা কিংবা ফেলে দেয়া **হারাম**। (প্রাগুক্ত, ৬২১ পৃষ্ঠা) (নিজের কিংবা অপরের পান করার পর অবশিষ্ট পানি, গ্লাস বা জগের অবশিষ্ট পানি অযথা ফেলে দেয়া লোকেরা তাওবা করুন আর আগামীতে এর থেকে বিরত থাকুন) ❁ নাভী থেকে হলদে পানি বের হয়ে গড়িয়ে পরলে অযু ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত, ৬২৬ পৃষ্ঠা) ❁ চোখে রক্ত অথবা পুঁজ প্রবাহিত হলো কিন্তু চোখ থেকে বের হলো না, তবে অযু ভঙ্গ হবে না, তা কাপড় দ্বারা মুছে পানিতে নিক্ষেপ করলে তবে (পানি) অপবিত্র হবে না। (প্রাগুক্ত, ৬২৪ পৃষ্ঠা) ❁ ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগানো হলো, তাতে রক্ত ইত্যাদি লেগে গেলো, যদি এমন পরিমাণে হয় যে, ব্যান্ডেজ না থাকলে প্রবাহিত হতো, তবে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে, অন্যথায় ভঙ্গ হবে না, ব্যান্ডেজও অপবিত্র হবে না। (প্রাগুক্ত) ❁ ফোঁটা বের হয়ে এলো বা রক্ত ইত্যাদি লজ্জাস্থানের ভেতরে প্রবাহিত হলো, যতক্ষণ ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে আসবে না, অযু ভঙ্গ হবে না এবং প্রশ্রাব শুধু ছিদ্রের অগ্রভাগে দৃশ্যমান হওয়া (অযু ভঙ্গ করার জন্য) যথেষ্ট। (প্রাগুক্ত) ❁ অপ্রাপ্তবয়স্করা কখনোই বেঅযু হয় না, বেগোসলও হয় না।

www.dawateislami.net

তাদেরকে (অর্থাৎ অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে) অযু ও গোসলের আদেশ দেয়া শুধু অভ্যাস গড়তে এবং আদব শিখানোর জন্যই, অন্যথায় কোন অযু ভঙ্গকারী কাজের দ্বারা তাদের অযু ভঙ্গ হয়না আর না মিলনের কারণে তাদের উপর গোসল ফরয হয়। (প্রাগুক্ত, ৬৩৩ পৃষ্ঠা) ❁ অযু সম্পন্ন ব্যক্তি পিতামাতার কাপড় বা তাদের খাওয়ার জন্য ফল কিংবা মসজিদের মেঝে সাওয়াবের জন্য ধৌত করলো তবে সে পানি ব্যবহৃত পানি হিসাবে পরিগণিত হবে না। যদিও এসব কাজ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভেরই মাধ্যম। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) ❁ অপ্রাপ্তবয়স্কের পবিত্র হাত বা শরীরের কোন অংশ যদিও বেঅযু হোক না কেন, পানিতে ডুবালে সেই পানি অযু করার যোগ্যই থাকবে। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) ❁ শরীর পরিষ্কার রাখা, ময়লা দূর করা, শরীয়ত প্রত্যাশা করে, কেননা ইসলামের ভিত্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা উপর। এই নিয়্যতে কোন অযু সম্পন্ন ব্যক্তি শরীর ধৌত করলো তবে নিঃসন্দেহে তা সাওয়াবের কাজ, কিন্তু পানি ব্যবহৃত বলে গণ্য হবে না। (প্রাগুক্ত) ❁ ব্যবহৃত পানি পবিত্র, তা দ্বারা কাপড় ধৌত করা যাবে কিন্তু তা দ্বারা অযু হবে না এবং তা পান করা অথবা তা দিয়ে আটা মাখা মাকরূহে তানযীহী। (প্রাগুক্ত, ৬৩৭ পৃষ্ঠা) ❁ অন্য কারো পানি বিনা অনুমতিতে নিয়ে গেলো, যদিও জোর করে বা চুরি করে তা দিয়ে অযু করলে অযু হয়ে যাবে কিন্তু এটা হারাম। অবশ্য কারো মালিকানাধীন কূপ থেকে তার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও যদি পানি নিয়ে আসা হয়, তবে তা ব্যবহার করা জায়িয। (প্রাগুক্ত, ৬৫০ পৃষ্ঠা) ❁ যেই পানিতে ব্যবহৃত পানির ধারা এসে পড়েছে কিংবা ব্যবহৃত পানির স্পষ্ট ফোঁটা পড়েছে, তা দ্বারা অযু না করা উত্তম। (প্রাগুক্ত) ❁ শীতকালে অযু করতে প্রচন্ড ঠান্ডা অনুভূত হবে, এতে খুব কষ্ট হবে কিন্তু এতে কোন রোগের ভয়

www.dawateislami.net

নেই, তবে তায়াম্মুমের অনুমতি নেই। (প্রাগুক্ত, ৬৬২ পৃষ্ঠা) ❁ শয়তনের থুথু ও ফুঁক দেয়ার কারণে নামাযে প্রস্রাবের ফোঁটা ও বায়ু বের হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়, এমতাবস্থায় শরীয়তের নির্দেশ হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত এমন দৃঢ় বিশ্বাস হবে না যে, কসম করা যায়, এই কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না, শয়তান বলুক যে, "তোমার অযু ভঙ্গ হয়ে গেছে, তখন মনে মনে উত্তর দিন যে, অপদার্থ! তুই মিথ্যুক আর আপন নামাযে লিপ্ত থাকুন। (প্রাগুক্ত, ৬৯৭ পৃষ্ঠা) ❁ মসজিদকে সকল প্রকার ঘৃণিত বস্তু থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব, যদিও তা পবিত্র হোক, যেমন; থুথু (মুখের লালা, কফ) নাকের পানি (যেমন; নাকের শেষ্মা বা নাক থেকে প্রবাহিত সর্দির পানি), অযুর পানি। (প্রাগুক্ত, ৭০৬ পৃষ্ঠা) ❁ **সতর্কবাণী:** অনেকে অযু করার পর মুখ ও হাত থেকে পানির মুছে মসজিদে হাত ঝেড়ে থাকে, (এরূপ করাটা) স্পষ্ট **হারাম** ও নাজায়িয। (প্রাগুক্ত) ❁ পানিতে প্রস্রাব করা সর্বাবস্থায় মাকরূহ, যদিও নদীতে হয়। (প্রাগুক্ত, ৭২৫ পৃষ্ঠা) ❁ যেখানে কোন নাপাকি পড়ে আছে সেখানে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। (প্রাগুক্ত, ৭২৭ পৃষ্ঠা) ❁ পানি অপব্যয় করা হরাম। (প্রাগুক্ত, ৭২৮ পৃষ্ঠা) ❁ সম্পদ অপব্যয় করা হারাম। (প্রাগুক্ত) ❁ যমযম শরীফের পানি দ্বারা অযু ও গোসল করা কোন ধরণের মাকরূহ ছাড়াই জায়িয (এবং প্রস্রাব ইত্যাদির পর) ঢিলা (দ্বারা শুকিয়ে নেয়ার) পর (যমযমের পানি দ্বারা) শৌচকার্য করা মাকরূহ আর নাপাকি ধৌত করা (যেমন; প্রস্রাব করে টিস্যু দ্বারা শুকানো ব্যতীত) গুনাহ। (প্রাগুক্ত, ৭৪২ পৃষ্ঠা) ❁ (ঐ) অপব্যয় (যা) নাজায়িয ও গুনাহ (তা) শুধু (এই) দুই অবস্থাতেই হয়ে থাকে। একটি হলো; কোন গুনাহের কাজে ব্যয় ও ব্যবহার করা, দ্বিতীয়টি হলো; অযথা নিষ্প্রয়োজনে সম্পদ বিনষ্ট করা। (প্রাগুক্ত, ৭৪৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

❁ মৃতের গোসল দেয়ার নিয়ম শেখানোর জন্য মৃতকে গোসল দিলো এবং তাকে গোসল দেয়ার নিয়্যত করে নি, এমতাবস্থায় সেও পবিত্র হয়ে গেলো এবং জীবিতদের উপর থেকেও ফরয় আদায় হয়ে গেলো, কেননা কোন আমলের ইচ্ছাই যথেষ্ট, অবশ্য নিয়্যত না করাতে সাওয়াব পাবে না। (প্রাগুক্ত, ৭০৭ পৃষ্ঠা)

দ্বীন কি বাতেঁ রহোঁ সুনতা সুনাতা ইয়া খোদা
আউর রহোঁ ইস পর আমল করতা করাতা ইয়া খোদা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযুর জরুরী আহকাম জানার জন্য **নামাযের আহকাম** কিতাবে অন্তর্ভূক্ত ৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **অযু পদ্ধতি** (হানাফী) অবশ্যই পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

লাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net,
Web: www.dawateislami.net